যায়যায়দিন

তারিখ: 4 NOV 2012
পৃষ্ঠা: 7 কলাম: 2

গুচ্ছভিত্তিক অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় অনীহা বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের

এম মামুন হোসেন

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর স্নাতক পর্যায়ে ভর্তি হওয়ার জন্য শিক্ষার্থীদের রীতিমতো যুদ্ধে নামতে হয়। বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন সংখ্যা কম থাকায় একজন শিক্ষার্থীকে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছোটাছুটি করতে হয়। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি কমাতে মেডিকেল কলেজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও ক্লাস্টার বা গুচ্ছভিত্তিক অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর উদ্যোগ নেয়া হলেও ভর্তি ফরম বিক্রির কোটি কোটি টাকা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষায় রাজি হচ্ছে না বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

আর এতে সীমাহীন দুর্ভোগ ও ভোগান্তিতে পড়ছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা। ঢাকার বাইরে যেসব শহরে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবস্থিত, সেখানে প্রয়োজনীয় আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় অনেক পরীক্ষার্থীকেই বিপাকে পড়তে হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে (২০১২-১৩) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে যাওয়া শিক্ষার্থীরা রেলস্টেশনে রাত কাটিয়েছেন। সেখানেই

পরীক্ষায় : পৃষ্ঠা ২ কলাম

পরীক্ষায় ... গুচ্ছভিত্তিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তারা পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছেন। এদের মধ্যে ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরাও আছেন। কেবল রাজশাহী নয়, ভর্তির মৌসুমে অন্যান্য শহরের হালও প্রায় অভিন্ন। শিক্ষার্থীদের এই দুর্ভোগ ও যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) মেডিকেল কলেজের মতো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষা চালুর প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি টাকা হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষায় রাজি হচ্ছে না পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কারণ এ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা হলে ভাগবাটোয়ারা থেকে বঞ্চিত হবেন শিক্ষকরা। উদাহরণ হিসেবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা যায়। সেখানে এ বছর ১৬টি ইউনিটে দুই লাখ ৪২ হাজার ২৬৪টি ফরম বিক্রি হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটে ভর্তির জন্য ফরমের মূল্য ৫ হাজার ১০০ টাকা। পরে ফরম বিক্রির ৯ কোটি ৮ লাখ টাকার ৭০ শতাংশই শিক্ষকরা ভাগ করে নিয়েছেন। অথচ ইউজিসির নীতিমালায় বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আয়ের পুরো অংশ নিজস্ব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এটা না করে ভর্তি ফরম বিক্রির মাত্র ৩০ শতাংশ টাকা ব্যাংকে জমা দিয়েছে। পরে আবার এই ৩০ শতাংশ অর্থ দিয়ে ভর্তি পরীক্ষাসংক্রান্ত যাবতীয় কাজে জড়িত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্মানী ও ভাতা দেয়া হয়েছে। এভাবে শিক্ষকরা মাথাপিছু ৩৫ থেকে ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন।

অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি ইউনিটে ভর্তির কার্যক্রম চলে। চলতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ফরম বিক্রিতেই আয় করেছে প্রায় সাত কোটি টাকা। ঢাবি কর্তৃপক্ষও একই কায়দায় ৭০ ভাগ টাকা ভাগবাটোয়ারা করেছে। একইভাবে ফরম বিক্রির টাকা ভাগবাটোয়ারা হয়েছে চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, জগন্নাথসহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, গুচ্ছভিত্তিক পরীক্ষা হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি যেমন কমবে, অন্যদিকে অর্থও বাঁচবে। একটি পরীক্ষায় অংশ নিলেই তারা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে মেধা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগ নির্বাচন করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসি'র পক্ষ থেকে বারবার এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া হলেও ভেটো দিচ্ছে বড় বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। এ কারণে এবারো এ প্রক্রিয়ায় ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়নি।

জানা গেছে, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি কমাতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্রথম 'গুচ্ছভিত্তিক' ভর্তি (ক্লাস্টার অ্যাডমিশন) পরীক্ষার পরিকল্পনা নেয়া হয়। কিন্তু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একমত হতে না পারায় শিক্ষা মন্ত্রণালয় তা কার্যকর করতে পারেনি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসিত। তারা এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বর্তমানে গুচ্ছভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় একই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটিমাত্র ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার বিধান রয়েছে। এতে ভর্তিচ্ছুকদের অর্থ, শ্রম ও কষ্ট যেমন কমবে তেমনি সরকারও লাভবান হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১০ সালে একবার উদ্যোগ নিয়েও অভিন্ন প্রশ্নে গুচ্ছ পদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হয়নি। ওই বছর মন্ত্রণালয়ে উপাচার্যদের এক সম্মিলিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছিল, শুধু বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা আলাদাভাবে নেয়া হবে। দেশের বাকি চারটি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট, চুয়েট, কুয়েট ও রুয়েট) একটিমাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। তবে ওই সিদ্ধান্তের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিন্ডিকেট একমত হতে পারেনি। এ পদ্ধতিতে দেশের সব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি, সব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি, সব প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে একই অনুষদের ভর্তির জন্য একটিমাত্র পরীক্ষা নেয়া হবে।